গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.rdcd.gov.bd

বিষয়: দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরবর্তী নবগঠিত মন্ত্রীসভার স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি মহোদয়ের সাথে মতবিনিময় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।
সভার তারিখ ও সময়	:	১৪/০১/২০২৪ খ্রি:, বিকাল ০৩:০০ ঘটিকা
সভার স্থান	:	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সভাকক্ষ (ভবন নং-৭, কক্ষ নং-৬৩৩, ৭ম তলা)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এর দায়িত্ব গ্রহণ করে অদ্য ১৪ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন। মতবিনিময় সভায় সিনিয়র সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগসহ এ বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ ও ঢাকায় অবস্থিত দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

২.০ মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অনুমতিক্রমে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। সভার শুরুতে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সিনিয়র সচিব মোসাম্মৎ হামিদা বেগম স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে স্বাগত জানান। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বিনির্মাণের প্রত্যয়ে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কার্যক্রম মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নেতৃত্বে আরও গতিশীল থাকবে মর্মে তিনি প্রত্যয় ব্যক্ত করে মাননীয় মন্ত্রীকে তাঁর সূচনা বক্তব্য দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন।

৩.০ মাননীয় মন্ত্রী তাঁর বক্তব্যের শুরুতে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তিনি জাতীয় চার নেতা, মহান মুক্তিযুদ্ধে সকল বীর শহীদ এবং ভাষা শহীদ, সম্ভ্রমহারা মা-বোন, বীর মুক্তিযোদ্ধাসহ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের কালো রাতে নিহত বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব ও বঙ্গবন্ধুর পরিবারের সকল শহীদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এমপি এঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশ এখন উন্নয়নশীন দেশের কাতারে সামিল হয়েছে। মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, দারিদ্র্য হ্রাস, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টির ফলে বাংলাদেশ আজ সারাবিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। তিনি সভায় এ বিভাগ এবং অধীন দপ্তর/সংস্থার সামগ্রিক কার্যক্রম উপস্থাপনের জন্য আহবান জানান।

৪.০ মতবিনিময় সভার শুরুতে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রম উপস্থাপন করা হয় এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ তাদের দপ্তরের সামগ্রিক কার্যক্রম সভায় উপস্থাপন করেন।

৪.১ বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ এর পক্ষ থেকে সভায় উপস্থাপন করা হয় যে, ১৯৪৮ সাল থেকে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ এর কার্যক্রম চলমান আছে। প্রতিষ্ঠাকালীন হতেই ব্যাংকটি সমবায় খাতের উন্নয়নে কাজ করে আসছে। তবে বর্তমানে ব্যাংকে কিছু সমস্যা রয়েছে। ব্যাংকের ২২৫ জন জনবলের মধ্যে ২০০৯ হতে ২০১৮ সালেই নিয়োগপ্রাপ্ত জনবলের সংখ্যা ১৭৫ জন। উক্ত জনবলের একটি বড় অংশ অদক্ষ ও কর্মবিমুখ থাকায় মাঠ পর্যায়ে ঋণ দাদন ও আদায়ে স্থবিরতা সৃষ্টি হওয়ার ফলে ব্যাংকের আয়ের চেয়ে ব্যয়ের পরিমাণ বেড়ে যায়। ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রাপ্যতার চেয়ে অধিক পরিমাণে গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদান করা এবং ঋণের বিপরীতে কম মূল্যের জমি বন্ধক রাখার কারণে তাদের কাছে ব্যাংকের বিপুল পরিমাণ অর্থ গচ্ছিত থাকে। ব্যাংকের বিদ্যমান সদস্য সমবায় সমিতিসমূহ, বিশেষ করে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিঃ, সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক লিঃ, ইক্ষুচাষী সমবায় সমিতিগুলোর অধিকাংশই বর্তমানে নিষ্ক্রিয় এবং অকার্যকর থাকায় গৃহিত ঋণ বাবদ অর্থ ফেরত পাওয়া যায় না।

৪.২ নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর সভায় বলেন যে, সমবায় অধিদপ্তর জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাস করণে সরকারি উদ্যোগ বাস্তবায়নে অন্যতম প্রধান সংস্থা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। সমবায় সমিতির নিবন্ধনসহ বিধিগত বিভিন্ন সেবা, আইনগত পরামর্শ এবং উন্নয়ন ও সম্প্রসারণমূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে সমবায় আন্দোলনকে সহায়তা করা ও জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা সমবায় অধিদপ্তরের মূল কাজ। বর্তমানে সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধিত বিভিন্ন সমিতিতে কিছু অনিয়ম পরিলক্ষিত হলেও অনেক ক্ষেত্রে সমবায় আইনটি যুগোপযোগী না হওয়ায় তাদেরকে সমবায় আইনের আওতায় আনা সম্ভব হচ্ছে না। এক্ষেত্রে সমবায় আইনটি যুগোপযোগী করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আইনটি অনুমোদনে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সহযোগিতা কামনা করা হয়।

৪.৩ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) এর মহাপরিচালক জানান যে, স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে প্রশিক্ষণ, মূলধন সৃজন, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, বিদ্যমান সুযোগ ও সম্পদের সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল পল্লী গড়ার অভিলক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে বিআরডিবি। তিনি আরও জানান যে, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে অফিস থাকলেও বিভাগীয় পর্যায়ে এ বোর্ডের কোন আফিস না থাকায় বিভাগীয় অফিস স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বর্তমানে তা চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে। তিনি এ বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রীর সহযোগিতা কামনা করেন।

৪.৪ সভায় পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) বিষয়ে জানানো হয় যে, দারিদ্র্য বিমোচন সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও সর্বাধিক অগ্রাধিকার প্রাপ্ত একটি কার্যক্রম। এই কার্যক্রমকে সফলভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ১৯৯৯ সালের নভেম্বর মাসে জাতীয় সংসদে গৃহীত আইনের মাধ্যমে "পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)" প্রতিষ্ঠা করা হয়। পিডিবিএফ একটি সংবিধিবদ্ধ, স্ব-শাসিত, অলাভজনক, ননব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান। পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন এর কার্যক্রম পল্লীর প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত। তবে পল্লী অঞ্চলে ঋণ প্রদান ও তা আদায়ে কিছু সমস্যা রয়েছে। এ সকল সমস্যা দূরীভূত হলে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন একটি কার্যকর প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠবে।

৪.৫ ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ) সম্পর্কে সভায় অবহিত করা হয় যে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ১৯৭৫-১৯৭৬ অর্থবছরে কুমিল্লা, বগুড়া ও ময়মনসিংহ জেলার ৩টি সদর থানায় পরীক্ষামূলকভাবে "ক্ষুদ্র কৃষক ও ভূমিহীন শ্রমিক উন্নয়ন প্রকল্প" কার্যক্রম শুরু করা হয়। প্রকল্পটিকে মেয়াদ সমাপনান্তে বিদ্যমান সম্পদ ও দায়দেনাসহ ১৯৯৪ সালের কোম্পানী আইনের ২৮ ধারার বিধানমতে যৌথ মূলধন কোম্পানী ও ফার্ম সমূহের পরিদপ্তর হতে নিবন্ধন গ্রহণের মাধ্যমে "ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (Small Farmers Development Foundation)" নামে একটি লিমিটেড কোম্পানীতে রূপান্তর করা হয়। বর্তমানে এ সংস্থাটির ঋণ প্রদান এবং আদায়ের হার সন্তোষজনক।

৪.৬ বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ (মিল্ক ভিটা) সম্পর্কে আলোচনাকালে জানানো হয় যে, স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই দুগ্ধ শিল্প গড়ে তোলার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। তারই ফলশ্রুতিতে দেশের জনগণের পুষ্টি চাহিদা পুরণে দুগ্ধ সংকট নিরসনের পদ্ধতি নিরূপনের জন্য ১৯৭৩ সালে জাতিসংঘ উন্নয়ন সংস্থা ও ডেনমার্কের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন এজেন্সী ড্যানিডা এর সহযোগিতায় ১৯৭৩ সালে একটি দুগ্ধ শিল্প উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। বর্তমানে মিল্ক ভিটা এদেশে একটি সুপরিচিত ব্রান্ড। বর্তমানে মিল্ক ভিটায় দুটি প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র রয়েছে। চট্টগ্রামের পটিয়াতে আর একটি দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র স্থাপনের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। চট্টগ্রামের পটিয়া দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রটি দ্রুততম সময়ে বাস্তবায়নে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সহযোগিতা কামনা করা হয়।

৫.০ সভায় আলোচনার বিভিন্ন পর্যায়ে মাননীয় মন্ত্রী নিম্নবর্ণিত নির্দেশনা প্রদান করেন:

৫.১ যেহেতু উপস্থাপনায় প্রতীয়মান হয় যে উক্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য বিদ্যমান আইনে যথেষ্ট অসঙ্গতি রয়েছে সেহেতু সমবায় আইন যুগোপযোগী এবং হালনাগাদ করার জন্য একটি কমিটি গঠন করতে হবে। কমিটি ১৫ কর্মদিবসের মধ্যে বর্তমান আইন অধিকতর কার্যকর ও যুগোপযোগী করে একটি খসড়া উপস্থাপন করবেন।

৫.২ বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ-কে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করার জন্য প্রাথমিক সমিতি, কেন্দ্রীয় সমিতি ও জাতীয় পর্যায়ের সমিতির পারস্পরিক সম্পর্ক, দায়িত্ব ও দায়বদ্ধতা নির্দিষ্ট করার জন্য একটি প্রস্তাব উপস্থাপন করবেন;

৫.৩ বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ এর বিদ্যমান আইন সংশোধনপূর্বক হালনাগাদ করার জন্য একটি খসড়া প্রস্তুতপূর্বক ২০ দিনের মধ্যে উপস্থাপন করতে হবে;

৫.৪ বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ এ প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন লোক আছে কিনা যাচাই করে উপস্থাপন করার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়;

৫.৫ বিআরডিবি এর কার্যক্রমে ঋণ প্রদান ও আদায়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা ও বর্তমান অবস্থার বিষয়ে একটি প্রতিবেদন আগামি ১৫ দিনের মধ্যে মন্ত্রণালয়ের নিকট প্রেরণ করবে;

৫.৬ মিল্ক ভিটা-কে গতিশীল ও লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলার জন্য বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা পূর্বক দ্রুত সুপারিশ প্রদান করবে;

৫.৭ উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের সময় নির্বাচনী ইশতেহার-২০২৪ এর নির্দেশনা বিবেচনায় নিতে হবে।

৬.০ মাননীয় মন্ত্রী তাঁর সমাপনী বক্তব্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে সকলকে সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা, সততা, নিষ্ঠা, দায়িত্বশীলতা ও সর্বোচ্চ আন্তরিকতার সাথে কাজ করার আহবান করেন।

৭.০ অত:পর সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
১৭/০১/২০২৪
(মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি)
মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

০৪ মাঘ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

স্মারক নং-৪৭.০০.০০০০.০৩১.৯৯.০৪২.২০-৫০ তারিখ: ----------

১৮ জানুয়ারি, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১। মহাপরিচালক (গ্রেড-১), বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি), পল্লী ভবন, ৫, কাওরান বাজার, ঢাকা।
০২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও বাজেট)/(পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)/(আইন ও প্রতিষ্ঠান), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
০৩। নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর, সমবায় ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
০৪। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা।
০৫। মহাপরিচালক, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া।
০৬। মহাপরিচালক, বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বাপার্ড), কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।
০৭। যুগ্মসচিব (প্রশাসন ও বাজেট/আইন ও প্রতিষ্ঠান/পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
০৮। মহাপরিচালক, শেখ হাসিনা পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, জামালপুর।
০৯। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ (মিল্ক ইউনিয়ন), ঢাকা।
১০। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ), বাড়ি নং-০৫, এভিনিউ-০৩, রূপনগর, মিরপুর, ঢাকা।
১১। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ), পল্লী ভবন, ৫, কাওরান বাজার, ঢাকা।
১২। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়। মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য।
১৩। প্রকল্প পরিচালক (অঃ দাঃ), সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি-৩য় পর্যায়) প্রকল্প, সমবায় ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
১৪। উপসচিব (সকল), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
১৫। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।
১৬। মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লি:, ৯/ডি, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।
১৭। সিস্টেম এনালিস্ট, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
১৮। সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব (সকল), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
১৯। চীফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার (সিএএফও), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
২০। প্রোগ্রামার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
২১। সহকারী প্রোগ্রামার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ।
২২। সহকারী রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
২৩। হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
২৪। অফিস কপি।

১৮/১/২০২৪

(মোহাম্মদ মিজানুর রহমান)
উপসচিব
ফোনঃ +৮৮-০২-২২৩৩৯০৬৪৬
(e-mail: ds.admin@rdcd.gov.bd)